দ্বান্দ্বিক বীক্ষণে রবীন্দ্র-পুরুষ ও নারী ভাবনা

ড. চন্দ্রিমা বসু

"মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।"[১] ঊনিশ শতকের নবজাগরণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল নারী ও তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা। ফলে নবজাগরতার কাল থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত মানবতাবাদ, নানা সামাজিক আন্দোলন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, সাম্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির প্রেক্ষিতে সমাজে নারী ও পুরুষ সংক্রান্ত ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধ হয়েছে। নারীবাদ, নারীমুক্তি, আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এ দেশেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আধুনিক মূল্যবোধের সূত্র ধরে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির প্রসঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে - নারী ও পুরষের দেহ ও মস্তিষ্কের গঠন ও কাজের তারতম্য, হরমোনের প্রভাব, নারী ও পুরুষের আবেগ, চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা, ভয় আনন্দের মত মনস্তাত্ত্বিক ফারাক, নারীত্ব ও পুরুষত্বের ধারণা গঠনে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবদান, এই প্রেক্ষিতে সমাজে সংসারে অধিকারবোধ, নারীর ভোটাধিকার, শিক্ষার প্রসার, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর মাতৃত্বগ্রহণের স্বাধীনতা, একই সঙ্গে নারীনির্যাতন বঞ্চনা ও নিপীড়নের কথা। এ কথা বহু চর্চিত ও আলোকিত যে নারী ও পুরুষের বৈষম্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রাকৃতিক কিন্তু অধিকাংশই আর্থ সামাজিক। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেকেই মনে করেন শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, নারীকে শিক্ষা ও স্বাধীন জীবিকার্জনের পূর্ণ সুযোগ দান করে এবং শৈশব থেকে তার উপযুক্ত আত্মবিশ্বাস গঠন করে, হীনমন্যতা দূর করে - নারী পুরুষের অবস্থানগত ভেদ অতিক্রম করে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। নবজাগরণের পূর্ণ-আলোকবাহী, প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্বভাবনায় বিষয়টিকে দেখেছিলেন। সেই দেখায় নারীদের প্রতি ইতিবাচক প্রগতিশীলতা যেমন ছিল, তেমনি উপস্থিত গতানুতিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত, প্রথাগত ধারণাও। বিপরীতমুখী দুইভাবনার অবস্থানে এক দ্বান্দ্বিক মতামতের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর নারীভাবনায়।

নিতান্ত তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ নরনারী সম্বন্ধএবং তাদের পারস্পরিক প্রকৃতির পার্থক্য, সমাজে নারীর স্থান ও দুরবস্থা, পুরুষ ও নারীর যৌথজীবনের চরিতার্থতা, নারীর মাতৃত্ব ও দায়িত্ব, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা - এবং সামগ্রিকভাবে নারীজীবন নিয়ে ভেবেছেন এবং লিখেছেন। এই ভাবা ও লেখার মাধ্যমেই এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাবের সঙ্গে পরিচিতি হতে হয় - তার মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য এক বৈপরীত্য। যে রবীন্দ্রনাথ সমাজে নারীর নিপীড়ন, দুদর্শা ছবি তুলে ধরেন গল্পে, কবিতায়; প্রতিবাদী করে গড়েন তাঁর নারীচরিত্রদের - তিনিই আবার নারীর সামর্থ্য আর তার পারঙ্গমতাকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে